ঝিনাইদহে অমিতাভ সাহা হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার

ঝিনাইদহের আলোচিত অমিতাভ সাহা হত্যা মামলার এজাহার নামীয় প্রধান আসামী রাজলু হোসেন ওরফে রাজুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল রবিবার মেহেরপুর জেলার ভারতীয় সীমান্ত থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত রাজলু সদর উপজেলার হাটগোপালপুর এলাকার মুনাব্বর হোসেনের ছেলে।

এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন ঝিনাইদহের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, গত ৩ সেপ্টেম্বর শহরের ধোপাঘাটা ব্রীজ এলাকা থেকে অমিতাভ সাহা নামের এক যুবককের অর্ধগলিত বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী দাবীকৃত তিশা নন্দী বাদী হয়ে রাজলু হোসেন ওরফে রাজুকে প্রধান আসামী করে সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচার হলে দেশজুড়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়। এরই প্রেক্ষিতে পুলিশের একাধিক টিম হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন ও আসামীদের ধরতে অভিযান শুরু করে। গতকাল রাতে মেহেরপুরের ভারতীয় সীমান্ত থেকে আসামী রাজুকে গ্রেফতার করা হয়। তবে মামলার অধিকতর তদন্তের স্বার্থে হত্যাকাণ্ডের রহস্য এখনি বলা যাচ্ছে না।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি শাহীন উদ্দিনসহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ।

কার্পাসডাঙ্গা মাদক বিরোধী

অভিযানে ৪৫ পিচ ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার ১

সোমবার দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবিরের নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এস আই ইমরান হোসেন, এ এস আই মোসলেম উদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স। কার্পাসডাঙ্গা হতে সুবলপুরগামী পাকা রাস্তার উপর হইতে একটি Royal Runner মোটরসাইকেল ও ৪৫ ফেনসিডিল নিয়ে যাওয়ার সময় হাতেনাতে গ্রেফতার করেন পুলিশ

গ্রেফতারকৃত আসামী মোঃ আতিয়ার রহমান (৪০) পিতা মোঃ আনসার আলী,সাং মদনা থানা- দর্শনা জেলা – চুয়াডাঙ্গা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরের সাবেক মেয়র মতুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুর পৌর সভার সাবেক মেয়র ও মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক মোতাচ্ছিম বিল্লা মতুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেছেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু।

আজ রবিবার খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক কনিকা বিশ্বাস পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কুষ্টিয়াকে আগামী ২ নভেম্বর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ দিয়েছেন। এর আগে গত ২৯ আগষ্ট মামলাটি আমলে নিয়ে গতকাল ১০ সেপ্টেম্বর মামলার আদেশের দিন ধার্য করেন।

মামলার আসামিরা হলেন, মেহেরপুর পৌর সভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম

বিল্লাহ মতু, মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার সাইফুল বাহার স্বাধীন, ইন্টার্ন চিকিৎসক মতুর ছেলে মুত্তাকী বিল্লাহ সাফিন, মায়ের হাসি ক্লিনিকের পার্টনার শামীম হাসান সোহাগ, সহযোগী তোহিদুল ইসলাম লিয়ন, শোমিক ব্রো ও এসএম মেহেরাব হোসেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৩/২৫(১)(ক)/২৫(১)(খ)/২৫(২)/২৯/৩১/৩৫ ধারায় মামলাটি করা হয়েছে। এর আগে বাদী মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মামলা করলে মামলাটি আমলে নিয়ে প্রথমে পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন এবং পরে মামলাটি নথিজাত করেন। বাদী ন্যায় বিচারের স্বার্থে খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্ত হন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, বাদি মাহাবুব চান্দু ২০ বছর যাবৎ সাংবাদিক পেশায় নিযুক্ত। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, প্রতিদিনের সংবাদসহ বিভিন্ন গনমাধ্যমে সুনামের সাথে মেহেরপুরে সাংবাদিকতা করেছেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তার বেশ সুনাম আছে। তার প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে অনেক সংবাদ আদালত আমলে নিয়ে স্বপ্রণোদিত মামলা করেছেন এবং ভুক্তভোগীরা সুফল পেয়েছেন। বাদী মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানী কাজে গত ২৪ জুলাই সকাল ১১টা ৫৩ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ১৬ পর্যন্ত মেহেরপুর সরকারী মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসে অনুসন্ধান মুলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মেয়ে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এর চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত থাকাতে তিনি খবরটা জেনে ক্ষিপ্ত হন। তারপর মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক হিসেবে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদককে আনুমানিক ২টা ২৫ মিনিটের দিকে মোবাইলে হুমকি দিয়ে বলেন তোমরা কি বারেখা হয়েছো, তোমাদের দাঁত ভেঙ্গে দিব, ৫০টা চাঁদাবাজির মামলা দিব বলে হুমকি দিয়ে ফোন কেটে দেন। এ বিষয়ে ২৬ জুলাই মেহেরপুর সদর থানাতে একটি জিডি হয়, যার নং ১৩৯১।

পরবতির্তে আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তার মালিকানাধীন মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার আসামী সাইফুল বাহার স্বাধীনকে দিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সদর থানা মেহেরপুর বরাবর বাদীর নামে একটি মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগ লিখে থানায় অভিযোগটি জমা না দিয়ে

মায়ের হাসি ক্লিনিক আইডি থেকে পোষ্ট করে। পরে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর ছেলে মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন তার ফেসবুকে নামধারী সাংবাদিক লিখে শেয়ার করে।

মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিনের পোস্টে গিয়ে আসামী তৌহিদুল ইসলাম লিওন বাদী সম্বদ্ধে কৃষ্ণ নগরী, ভাত পেতনা, চাঁদাবাজী, ৫টা বউসহ ইত্যাদি মানহানি কর কথা লিখেছেন। সে আরো বলে জেল খেটে দেশে ফিরে এখন বড় সাংবাদিক হয়েছে”। আসামী সৌমিক ব্রো কমেন্টস করে বলেছেন, “আমি থাকলে শালাকে ওন স্পট হিট করে তোর ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে রাখতাম”।

আসামী শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি মিথ্যা বিষয়কে শেয়ার করে লাইক দিয়ে অপপ্রচারে সহায়তা করেছে। আসামীরা একই বিষয় একাধিকবার সোসাল মিডিয়ায় প্রচার করে বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে ভাইরাল করেছে।

আসামী মেহেরাব হোসেন অপি একটি অনিবন্ধিত নিউজ পোর্টাল মেহেরপুর নিউজ ডটকম পোর্টালের ফেসবুক পেজ থেকে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মিথ্যা অভিযোগটি লাইভ প্রকাশ করে এবং নিজ আইডিতেও শেয়ার করে ভাইরাল করে। আসামীদের মিথ্যা অপপ্রচার করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এবং অনুসন্ধানী ও সুস্থ ধারার সাংবাদিক গোষ্টীর পথ রুদ্ধ করেছে বলে বাদী অভিযোগ করেন।

মামলায় বাদীর পক্ষে খুলনার সিনিয়র আইনজীবী ইকবাল আহমেদ, মিঠু চন্দ্র বসাক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। বাদী পক্ষের আইনজীবীরা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর বিরুদ্ধে মিথ্যা চাঁদাবজীর অভিযোগ তোলায় গত ৩০ জুলাই মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ জেলা প্রসাশকের কার্যালয়ের সামনে একটি মানববন্ধনও করে।

চুয়াডাঙ্গার গড়াইটুপিতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ২ ডাকাত গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার গড়াইটুপিতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ২ ডাকাত সদস্যকে গ্রেফতার করেছে তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ। উদ্ধার করেছে ডাকাতির কাজে ব্যাবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম।

জানা গেছে গতকাল শনিবার দিনগত রাত ১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, দর্শনা থানাধীন তিতুদহ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই ফকির ফেরদৌস আলী গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ গড়াইটুপি ইউনিয়নের সাড়াবাড়ীয়া গ্রামের জনৈক ওয়াহেদ মিয়ার ইট ভাটার পশ্চিম পাশে অভিযান চালায়।

এ সময় পুলিশ ডাকাতির প্রস্তুতিকালে মনির হোসেন (৩২) ও রফিকুল ইসলাম(৪১) নামের ২ জন ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ডাকাতি কাজে ব্যবহিত বিভিন্ন সরঞ্জাম।তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত একটি গাছ কাটা লোহার করাত, দুইটি লোহার রডের কাটা অংশ,দুইটি হাসুয়া,একটি সুতার পাকানো রশি, চারটি বাঁশের লাঠি, একটি কেটে ফেলা গাছের গুড়ি, ছয়টি বিভিন্ন সাইজের পুরাতন ব্যবহৃত সেন্ডেল।

এদের বিরুদ্ধে একটি ডাকাতি, একটি মারামারি এবং একটি বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা ইতিপূর্বে রয়েছে এমর্মে রেকর্ড আছে। গতকালই দুজনের বিরুদ্ধে ডাকাতি মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

মেহেরপুরে ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত

আসামি গ্রেফতার

নারী নির্যাতন ও যৌতুক মামলায় ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সাজেদুর রহমান (৩৫) কে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত সাজেদুর রহমান সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের ইমদাদুল হকের ছেলে।

আজ রবিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে সদর থানার এএসআই শাকিল খানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাজেদুর রহমানকে গ্রেফতার করেন। সিআর ৪১৫/১২ নং মামলায় সাজেদুলকে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক ১ বছরের সাজা প্রদান করেন। সেই থেকে সে পলাতক ছিলো।

আজ রবিবার দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃত সাজেদুল ইসলামকে আদালতে নিলে তাকে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছে আদালতের বিজ্ঞবিচারক।

মেহেরপুরে চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে চোরাচালান প্রতিরোধ জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শামীম হাসানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, জেল সুপার মোখলেসুর রহমান, উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন নাহার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম

মুনীর, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নীলা হাফিয়া, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা অলোক কুমার দাস প্রমূখ।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১৫

মেহেরপুর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ১০ জন আসামি ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হয়েছে ৫ জন আসামি।
গতকাল শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগতরাতে মেহেরপুর সদর থানার সহকারি উপপরিদর্শক (এএ্সআই) শাকিল খান ও গাংনী থানা পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানায় গ্রেফতারকৃতরা হলেন, সিআর ৪১৫/১২ নং মামলায় ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত রাজনগর গ্রামের ইমদাদুল হকের ছেলে সাজেদুর রহমান (৩৫), জিআর ৯৩/১৯ নং মামলার আসামি কুতুবপুর গ্রামের মহাম্মদ আলীর ছেলে সবুজ (৪০), নারী ও শিশু নির্যাতন ৯৯/১৯ নং মামলার আসামি ময়ামারি গ্রামের মিরু মালিথার ছেলে জমির উদ্দিন (৪৫), একই মামলার আসামি আব্দুল মালেকের ছেলে আরিফ হোসেন (৩০), সিআর ২৩৭/২৩ নং মামলার আসামি কোলা গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে আল আমিন (৩২), সিআর ৩৮২/২৩ নং মামলার আসামি মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ডপাড়ার রিফাজের ছেলে মো: খুরশিদ (৩৪), মহি উদ্দিনের স্ত্রী শাহিনা খাতুন (৫০), ছেলে ইলিয়াস হোসেন (৩০), সিআর ৮৪৪/২৩ মামলার আসামি শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার মৃত মজিদের ছেলে মহিউদ্দীন (৫০) ও শহরের নতুনপাড়ার বাবর আলীর ছেলে ডাবলু হোসেন (৩৬)।

এছাড়া গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ আসামিদের মধ্যে রয়েছে সিআর ৩৮৩/২৩ নং মামলার আসামি গাঁড়াডোব গ্রামের

সাহিন আলীর স্ত্রী বৃষ্টি খাতুন সিআর পারিবারিক ৪০/২০ নং মামলার আসামি বাওট গ্রামের ইয়ারুল ইসলামের ছেলে খাইরুল ইসলাম, ঝিনাইদহ কোর্টের সিআর ১৯৭/২৩ নং মামলার আসামি কুমারীডাঙ্গা গ্রামের নবিছুদ্দিনের ছেলে আনোয়ার হোসেন, জিআর ১৪৭/২৩ নং মামলার আসামি গাড়াডোব কাছারীপাড়া এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে সাহাবুদ্দিন
(৩৪) ও ফসল তছরুপ করার অভিযোগে গাংনী থানার ১৪(৯)২৩ মামলার আসামি বেতবাড়িয়া গ্রামের আজিজুল ইসলামের ছেলে আলাইহিম হোসেন (৪৫)।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আব্দুর রাজ্জাক এসব গ্রেফতার অভিযানের নেতৃত্ব দেন। সংশ্লিষ্ট থানা এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আজ রবিবার (১০ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নিলে তাদের জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন বিজ্ঞ বিচারক।

চুয়াডাঙ্গা নায়েক ও কনস্টেবল দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের ১৩তম ব্যাচের শুভ উদ্বোধন

বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যের পদমর্যাদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত চুয়াডাঙ্গা জেলায় নায়েক ও কনস্টেবলদের ‘দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স’-এর ১৩তম ব্যাচের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। কোর্সের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান।

বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, বিপিএম (বার), পিপিএম সার্বিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ পুলিশের সকল পদমর্যাদার সদস্যদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় সকাল সাড়ে নয়টার সময় ১৩তম ব্যাচের সপ্তাহ ব্যাপি পদমর্যাদাভিত্তিক

প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এ সময় চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রশিক্ষনার্থীদের উদ্দেশ্য পোষাকের মর্যাদা, সৌজন্যতা ও মার্জিত আচরণ, সহকর্মী ও সেবা প্রত্যাশীদের সাথে পেশাগত আচরণ ও করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সের আরআই আমিনুল ইসলাম, কুষ্টিয়া ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিনিধিসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার প্রশিক্ষণার্থী পুলিশ সদস্যবৃন্দ।

কানাডার পুলিশ কর্মকর্তা হলেন বাংলাদেশের সাবেক ওপেনার

বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ওপেনার মেহেরাব ক্রিকেট ছেড়ে দিয়েছেন অনেক আগেই। তিনি বাংলাদেশ দলের জার্সিতে খেলেছেন তিন সংস্করণেই। তবে তিনি এইবার যোগ দিয়েছেন কানাডার পুলিশ বিভাগে।

বাঁহাতি এই ব্যাটার কানাডার রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ (আরসিএমপি) বাহিনীতে কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিয়েছেন। তিনি নিজেই গণমাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন এই খবর।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০০৬ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে অভিষেক হয় মেহরাবের। অভিষেকের পর ২০০৯ পর্যন্ত ১৮ ওয়ানডে খেলে মাত্র ১৭.২৬ গড়ে তিনি করেন ২৭৬ রান। বেশ ধীরগতিতে ব্যাটিং করতেন তিনি। তার স্ট্রাইকরেট ছিল ৪২.৯৯।

ধীরগতির খেলার কারণে টেস্টে তার সম্ভাবনা দেখা হচ্ছিল। তবে ৭ টেস্ট খেলে ২০.২৫ গড়ে করতে পারেন ২৪২ রান। টেস্ট ও ওয়ানডে মিলিয়ে আছে তার দুইটা ফিফটি। দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচও খেলেছেন মেহরাব। সেখানেও সুবিধা করতে পারেননি।

খেলা ছাড়ার পর ধারাভাষ্যকার হিসাবে কিছুদিন দেখা গিয়েছিল তাকে। তবে তিনি চলে যান কানাডায়। আর সেই দেশেই থেকে যান মূল স্রোতে।

তবে এবার দেশটির পুলিশ বিভাগেও দেখা গেল সাবেক এই ক্রিকেটারকে।

সূত্র: ইত্তেফাক

ঝিনাইদহে গৃহকর্মীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত গ্রেফতার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বাড়ির গৃহকর্মী ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত মশিয়ার মাতব্বর নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে হরিণাকুন্ড উপজেলার কাচারি বিন্নি এলাকার জিন্দার মোড় থেকে মশিয়ারকে গ্রেফতার করা হয়।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর ছেলে বাদী হয়ে কালীগঞ্জ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে ভুক্তভোগী হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

অভিযুক্ত মশিয়ার মাতব্বর কাঁকলাশ গ্রামের সাদেক আলী মাতব্বরের ছেলে।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুরর রহমান জানান, গত ৩ সেপ্টেম্বর উপজেলার কাঁকলাশ গ্রামের মসিয়ার মাতব্বরের বাড়িতে দুপুরে কাজ করতে যায় ওই নারী। এসময় বাড়িতে কেউ না থাকায় তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এরপর বিষয়টি জানাজানি হলে আত্মগোপনে চলে যায় মশিয়ার। পরে অসুস্থ অবস্থায় ভুক্তভোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।